সমকাল

বুধবার | ১৩ জুন ২০১২ | ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯ | ২২ রজব ১৪৩৩

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতায় ড. ইউনূস

সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে বেশি কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য মোচন সম্ভব

সমকাল প্রতিবেদক

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে মঙ্গলবার সামাজিক ব্যবসাবিষয়ক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছেন নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস সমকাল

সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমেই সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব বলে জানিয়েছেন নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেছেন, সামাজিক ব্যবসার উদ্দেশ্য হচ্ছে সবচেয়ে কম লাভ করে বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং দরিদ্র মানুষের কাছে পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে গরিব মানুষের সঞ্চয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা। সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে আরও কার্যকরভাবে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব বলে তিনি মনে করেন।

গতকাল মঙ্গলবার বেসরকারি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত 'সামাজিক ব্যবসা' শীর্ষক বক্তৃতায় ড. মুহাম্মদ ইউনূস এসব কথা বলেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা অর্থনীতিবিদ ড. আকবর আলি খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মামুন রশিদসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

ড. ইউনূস বলেন, সামাজিক ব্যবসা কঠিন কিছু নয়। এটি সহজ ও ধীরগতির একটি প্রক্রিয়া। সৃজনশীল মানসিকতা নিয়ে সবচেয়ে কম লাভে মানবকল্যাণমূলক ব্যবসার নাম সামাজিক ব্যবসা। সামাজিক ব্যবসায় মুনাফা নেওয়ার রেওয়াজ নেই। এটি মানুষের মঙ্গলের জন্য। ব্যবসায়ীরা টাকা উপার্জন করে যেমন আনন্দ পান, তেমনি মানুষের সমস্যা দূর করতে পারলেও আনন্দ পাওয়া যায়। এ দুই তৃপ্তির মধ্যে সমন্বয় করতে পারে সামাজিক ব্যবসা।

এ ব্যবসায় আসার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মজীবনের শুরুতেই গ্রামে গ্রামে মেরামতের অভাবে টিউবওয়েল অকেজো হয়ে পড়ে থাকতে দেখে তার মনে অব্যবস্থাপনাকেই প্রধান সমস্যা বলে মনে হয়েছে। এরপর গরিব মানুষের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে

পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা থেকে প্রথমবারের মতো তিনি সামাজিক ব্যবসার প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে তিনি গরিব মানুষের কাছে কিস্তিতে খুব কম দামে স্যানিটারি ল্যাট্রিন সরবরাহ করেছেন। এরপর তিনি রাতকানা রোগীদের কাছে লাভ ছাড়াই ক্ষুদ্রঋণে ভিটামিন এ ট্যাবলেট পৌঁছে দিয়েছেন। এরপর গ্রামের মানুষের কাছে উন্নত বীজ সরবরাহ করেছেন কোনো লাভ ছাড়াই। মাত্র এক টাকায় বীজ সরবরাহ করায় গরিব মানুষরা উৎসাহী হয়ে তার ওই বীজ কিনেছেন। এতে তাদের যেমন উন্নয়ন হয়েছে, তেমনি দেশেরও উৎপাদন বেড়েছে। পরে তিনি এক বছরে মাত্র ২০০ টাকায় গরিব মানুষের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি দেশের পুষ্টি ঘাটতি মেটানো ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিবান্ধব পোলট্রির জন্য ক্ষুদ্রঋণের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বলেন, ভারতে আমরা যে দিন ডিম রফতানি করতে পারব, সে দিন আমাদের অর্থনীতির চেহারা পাল্টে যাবে।

তিনি বলেন, পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের আগে সে সব বিষয় নিয়ে কল্পকাহিনী লেখা হয়েছে। সেসব কল্পকাহিনী প্রথমে মানুষ শুধুই গল্প হিসেবে দেখে। পরে ওইসব কাহিনী বৈজ্ঞানিকরা বাস্তবে পরিণত করে। আজ থেকে ২০ বা ৫০ বছর পর মানুষ কোথায় যাবে, কী সামাজিক পরিবর্তন হবে তার কোনো ফিকশন আমরা করতে পারিনি। তাই এখনই সামাজিক ফিকশনগুলো তৈরি করতে হবে। যাতে যুবকরা এর বাস্তবায়ন করতে পারে।

তিনি বলেন, কেউ দরিদ্র নয়, কিংবা দরিদ্ররা দারিদ্র্যের জন্য দায়ী নয়। এজন্য দায়ী পদ্ধতি। যে বা যারা এ পদ্ধতি তৈরি করছে সেই এজন্য দায়ী। তাই পদ্ধতি বদলাতে হবে। আসলে প্রতিটি মানুষই উদ্যোক্তা। দেশের ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি বলেন, এখানকার ব্যাংকিং পদ্ধতির মাধ্যমে ধনীরা আরও ধনী হবে। দরিদ্ররা দরিদ্রই থেকে যাবে। ধনীদের অর্থ তৈরির কাজেই ব্যাংকগুলো কাজ করছে। এটি আমাকে বিস্মিত করেছে। অথচ যার অর্থ নেই তার জন্য কিছুই করছে না ব্যাংকগুলো। গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা এ ধারণা পাল্টে দিয়েছি। তিনি বলেন, আগামী ২০ বছর পরের প্রজন্ম হয়তো দারিদ্র্য কী জিনিস তা জানবে না। তাদের বিষয়টি বোঝাতে হবে। অথবা বেকারত্ব শব্দটির মানে তাদের কাছে বোধগম্য হবে না। এভাবে ২০ কিংবা ৫০ বছর পরে কী হবে তার ফিকশন রচনা তরুণ প্রজন্মকেই করতে হবে।